বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

প্রথম খন্ড

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
বিদ্যুৎ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
এবং
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

(০৪টি মন্ত্রণালয়ের বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প সমূহের হিসাব সম্পর্কিত)

অর্থ বছর ঃ- ২০০৬-২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ- ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচীপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩.	**প্রথম অধ্যায়**	১
৪.	অডিট আপত্তি সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	৩
৫.	অডিট বিষয়ক তথ্য	৪-৬
৬.	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৬
৭.	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৭
৮.	অডিটের সুপারিশ	৭
৯.	**দ্বিতীয় অধ্যায়**	৯
১০.	Abbreviation & Glossary	১১
১১.	অডিট আপত্তির বিস্তারিত বিবরণ	১৩-৩০
	যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ঃ	১৩
	১। প্রতিযোগিতামূলক দর পত্র আহ্বান ছাড়াই ভ্যারিয়েশন অর্ডার এর মাধ্যমে ৫৭৪৩.০১ লক্ষ টাকা ব্যয়।	১৩
	২। কাজ সম্পাদনে ঠিকাদারের গাফিলতিতে প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ব্যর্থতা এবং ১৪৫৪.৫৪ লক্ষ টাকা অপচয়।	১৪
	৩। ফ্রেশ টেন্ডার ব্যতিরেকে ঠিকাদারকে ২৭০০.০০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।	১৫
	৪। পিপি প্রভিশনের অতিরিক্ত ২০০৯.২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়।	১৬
	৫। চুক্তিতে বর্ণিত পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত পরিমাণের মূল্য বাবদ ৩১.৯২ লক্ষ টাকা পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।	১৭
	৬। একই ঠিকাদারের উদ্ধৃত দরের চেয়ে পুনঃ দরপত্রের মাধ্যমে ৫১.৫৭ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি।	১৮
	৭। ঠিকাদারের নিকট হতে ভ্যাট বাবদ ১৩.২৭ লক্ষ টাকা কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৯
	৮। বরাদ্দের অতিরিক্ত এবং পিপিতে অনুমোদিত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত দরে ডগ স্পাইক ও স্লিপার ক্রয় করায় আর্থিক ক্ষতি ৯৩৮.০০ লক্ষ টাকা।	২০
	৯। পিপিতে বর্ণিত দরের চেয়ে বেশী দরে সরঞ্জাম সংগ্রহ করায় আর্থিক ক্ষতি ২৬৪.৫১ লক্ষ টাকা।	২১
	১০। পিপি'র সংস্থান বহির্ভূত এবং পিপিআর-২০০৩ এর বিধি বিধান অনুসরণ না করে ১৫২.৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করায় আর্থিক ক্ষতি।	২২

	বিদ্যুৎ বিভাগ (বিদ্যুৎ, জ্বালানী এবং খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়)	২৩
	১১। পিপিআর-২০০৩ এর প্রবিধান লঙ্ঘন পূর্বক ৩৮৫৪.৫৭ লক্ষ টাকা ঠিকাদারকে পরিশোধ।	২৩
	১২। ঠিকাদারের নিকট হতে ভ্যাট ও আয়কর বাবদ ৪৮.৮৫ লক্ষ টাকা আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	২৪
	১৩। কার্যসম্পাদন ব্যর্থতার জন্য চুক্তি বাতিল করা সত্ত্বেও মবিলাইজেশন অগ্রিম হিসাবে প্রদত্ত টাকা আদায় না করায় ১৬৯.৮৮ লক্ষ টাকা ক্ষতি।	২৫
	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	২৬
	১৪। চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদন না করা সত্ত্বেও জামানত বাজেয়াপ্ত না করে একই প্রতিষ্ঠানকে অসমাপ্ত কাজের জন্য পুনঃ কার্যাদেশ প্রদান করায় ১০৭.৫০ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতি।	২৬
	১৫। অনিয়মিতভাবে ৯৬.২০ লক্ষ টাকার নিয়নসাইন সংগ্রহ।	২৭
	১৬। পিপিআর-২০০৩ এর প্রবিধান লংঘন করে অনিয়মিতভাবে ১৯৮.০০ লক্ষ টাকার বিল বোর্ড সংগ্রহ ও স্থাপন।	২৮
	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	২৯
	১৭। ঠিকাদাররের নিকট হতে আয়কর ও ভ্যাট বাবদ ২১৮.১৬ লক্ষ টাকা আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২৯
	১৮। ইনস্যুরেন্স কভারেজ বাবদ ঠিকাদারকে ৭.৩৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করায় এবং ইনস্যুরেন্স কভারেজ পলিসি সম্পাদন ব্যতীত ঠিকাদারকে ২.০০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।	৩০
	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৩০

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এমেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

তারিখ----- ১০-০৮-১৪১৬ বঙ্গাব্দ।
২৪-১১-২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ।

আহমেদ আতাউল হাকিম
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
অব বাংলাদেশ।

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট (১৯৭৪ সনের ২৪ নম্বর আইন, ১৯৭৫ সনের সংশোধনীসহ) অনুযায়ী যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পের ২০০৬-০৭ ও তৎপূর্ববর্তী অর্থ বছরের হিসাব বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর পক্ষে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষা করে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের ১০টি, বিদ্যুৎ বিভাগের ০৩টি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ০৩টি এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ০২টি সহ মোট ১৮টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম সম্পর্কিত আপত্তি এ অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আপত্তিসমূহে জড়িত অনিয়মের আর্থিক সংশ্লেষ ১৮০৬১.২৩ লক্ষ টাকা। এ সকল গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক অনিয়ম উত্থাপনে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক গভর্ণমেন্ট অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস, অডিট কোড, অডিট ম্যানুয়েল এবং প্রচলিত বিধি বিধান ইত্যাদি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ও অডিট অনুচ্ছেদ প্রথম খন্ডে এবং পরিশিষ্টসমূহ দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

স্বাক্ষরিত
আবুল ফরেজ মোঃ আমিন
মহাপরিচালক
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

তারিখ ১৪-০৭-১৪১৬ বঙ্গাব্দ
২৯-১০-২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট আপত্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ

অনুচ্ছেদ নং	শিরোনাম	জড়িত টাকা (লক্ষ)
	১। যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ঃ-	
১।	প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র আহ্বান ছাড়াই ভ্যারিয়েশন অর্ডার এর মাধ্যমে ব্যয়।	৫৭৪৩.০১
২।	কাজ সম্পাদনে ঠিকাদারে গাফিলতিতে প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ব্যর্থতা এবং অপচয়।	১৪৫৪.৫৪
৩।	ফ্রেশ টেন্ডার ব্যতিরেকে ঠিকাদারকে অতিরিক্ত পরিশোধ।	২৭০০.০০
৪	পিপি প্রভিশনের অতিরিক্ত ব্যয়।	২০০৯.২৬
৫	চুক্তিতে বর্ণিত পরিমাণের চেয়ে অতিরক্ত পরিমাণের মুল্য বাবদ অতিরিক্ত পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।	৩১.৯২
৬	একই ঠিকাদারের উদ্ধৃত দরের চেয়ে পূনঃ দরপত্রের মাধ্যমে অতিরিক্ত প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি।	৫১.৫৭
৭	ঠিকাদারের নিকট হতে ভ্যাট কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১৩.২৭
৮	বরাদ্দের অতিরিক্ত এবং পিপিতে অনুমোদিত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত দরে ডগ স্পাইক ও স্লিপার ক্রয় করায় আর্থিক ক্ষতি ।	৯৩৮.০০
৯	পিপিতে বর্ণিত দরের চেয়ে বেশী দরে সরঞ্জাম সংগ্রহ করায় আর্থিক ক্ষতি ।	২৬৪.৫১
১০।	পিপি'র সংস্থান বহির্ভূত এবং পিপিআর-২০০৩ এর বিধি বিধান অনুসরণ না করায় আর্থিক ক্ষতি।	১৫২.৬৪
	মোট	**১৩৩৫৮.৭২**
	২। বিদ্যুৎ বিভাগ ঃ-	
১১।	পিপিআর-২০০৩ এর প্রবিধান লঙ্ঘন পূর্বক ঠিকাদারকে পরিশোধ।	৩৮৫৪.৫৭
১২।	ঠিকাদারের নিকট হতে ভ্যাট ও আয়কর বাবদ আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।	৪৮.৮৫
১৩।	চুক্তি বাতিল করা সত্ত্বেও মবিলাইজেশন অগ্রিম হিসাবে প্রদত্ত অর্থ আদায় না করায় ক্ষতি।	১৬৯.৮৮
	মোট	৪০৭৩.৩০
	৩। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ঃ-	
১৪।	চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদন না করা সত্ত্বেও জামানত বাজেয়াপ্ত না করেই একই প্রতিষ্ঠানকে অসমাপ্ত কাজের জন্য পুনঃ কার্যাদেশ প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি।	১০৭.৫০
১৫।	অনিয়মিতভাবে নিয়নসাইন সংগ্রহ।	৯৬.২০
১৬।	পিপিআর-২০০৩ এর প্রবিধান লংঘন করে অনিয়মিতভাবে বিল বোর্ড সংগ্রহ ও স্থাপন।	১৯৮.০০
	মোট	**৪০১.৭০**
	৪। খনি সম্পদ মন্ত্রণালয় ঃ-	
১৭	ঠিকাদারদের নিকট হতে আয়কর ও ভ্যাট আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২১৮.১৬
১৮	ইন্স্যুরেন্স কভারেজ ঠিকাদারকে অতিরিক্ত পরিশোধ করায় এবং ইনস্যুরেন্স কভারেজ পলিসি সম্পাদন ব্যতীত ঠিকাদারকে পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।	৭.৩৫ ২.০০
	মোট	**২২৭.৫১**
	সর্ব মোট ঃ	**১৮০৬১.২৩**

কথায়ঃ একশত আশি কোটি একষট্টি লক্ষ তেইশ হাজার টাকা মাত্র।

অডিট বিষয়ক তথ্য ঃ-

❑ নিরীক্ষার অর্থ বছর

❖ ২০০৬-২০০৭
❖ ২০০৫-২০০৬

❑ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানঃ-

➢ **যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ঃ**
১। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
২। বাংলাদেশ রেলওয়ে

➢ **বিদ্যুৎ বিভাগ ঃ**
১। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড।

➢ **স্বাস্থ্য ও পরিবার কলাণ মন্ত্রণালয়ঃ-**
১। আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও অডিট ইউনিট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।
২। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
৩। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর।

➢ **পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ঃ**
১। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

- নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ
- আর্থিক ও নিয়মানুগ নিরীক্ষা

- নিরীক্ষার সময়ঃ

০৪-০৩-২০০৭ হতে ৩০-০৪-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত।

২৭-০৯-২০০৬ হতে ০১-১০-২০০৬ খ্রিঃ পর্যন্ত।

২২-০৬-২০০৭ হতে ০১-০৭-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত।

০২-০৯-২০০৭ হতে ০৫-০৯-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত।

০৫-০৬-২০০৭ হতে ১৮-০৬-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত।

২৭-০৬-২০০৭ হতে ০৩-০৭-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত।

১৬-০৬-২০০৮ হতে ১৮-০৬-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত।

১০-০৬-২০০৮ হতে ১১-০৬-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত।

১০-০৬-২০০৮ হতে ১৬-০৬-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত।

১৩-০১-২০০৮ হতে ১৪-০২-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত।

০৮-০৬-২০০৮ হতে ১০-০৬-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত।

০২-০৯-২০০৭ হতে ১০-১২-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত।

০৬-০৬-২০০৭ হতে ১৪-০৬-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত।

১৪-০১-২০০৮ হতে ০৫-০৩-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত।

❑ অডিট পদ্ধতিঃ-

- সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সমূহ অডিটের জন্য নির্বাচনের পর প্রকল্প পরিচালকের অফিস হতে নিম্নোক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়ঃ-
- আর্থিক বিবরণী।
- ডিপিপি/টিপিপি/ডিসিএ।
- অর্থ ছাড়পত্র (এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী)।
- প্রকল্পের ব্যাংক বিবরণী।
- প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

উপরে বর্ণিত ও প্রাসংগিক অন্যান্য তথ্যাদি বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষামূলক স্থানীয় নিরীক্ষা।

❑ অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধানে যাঁরা ছিলেনঃ-

১। জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন পাটোয়ারী, মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর।

২। জনাব আবুল কালাম আজাদ, পরিচালক , বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর।

৩। জনাব জামশেদ মিনহাজ রহমান, উপ-পরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর।

৪। জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, উপ-পরিচালক , বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর।

৫। জনাব নজরুল ইসলাম আজাদ, উপ-পরিচালক , বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর।

৬। জনাব সেলিনা রহমান, উপ-পরিচালক , বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর।

৭। জনাব মোহাম্মদ মমিনুল হক ভুঁইয়া, উপ-পরিচালক , বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর।

৮। জনাব তানযিলা চৌধুরী, উপ-পরিচালক , বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর।

৯। জনাব মোঃ আবদুল মালেক জমাদার, উপ-পরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর।

❑ ম্যানেজমেন্ট ইস্যুঃ-

- ডিপিপি/ডিসিএ মোতাবেক প্রাপ্ত সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।
- সরকারি সম্পদের অপচয়, চুরি, ঘাটতি, ক্ষতি ইত্যাদি নিরূপণ এবং রাজস্ব (আয়কর/ভ্যাট) আদায় ও সরকারী কোষাগারে জমা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।
- আর্থিক/ভান্ডার, অব্যবস্থাপনার বিষয়াদি চিহ্নিত করা এবং সরকারি আর্থিক শৃংখলা নিশ্চিত করণ।

অনিয়ম ও ক্ষতি সমূহের কারণ ঃ-

- কার্যকর পরিকল্পনার অভাব।
- ডিপিপি/টিপিপি/ডিসিএ'র বহির্ভূত ব্যয়।
- সরকারি আর্থিক বিধি-বিধান লংঘন।
- ক্রয়/নিয়োগ সংক্রান্ত বিধান লংঘন।

অডিটের সুপারিশ ঃ-

- প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- রাজস্ব আদায় করে তা নিকটস্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- অনুমোদিত পি পি'র মধ্যে যাবতীয় ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখা আবশ্যক।
- সরকারি বিধি-বিধান অনুযায়ী ব্যয় করা আবশ্যক।
- দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক।
- সকল ক্ষেত্রে অনিয়ম সমূহের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।
- ক্রয়/জনবল ও পরামর্শক নিয়োগ/ভান্ডার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকারি/উন্নয়ন সহযোগীর নিয়মনীতি অনুসরণ করা আবশ্যক।
- নিরীক্ষার নিকট নিরীক্ষাযোগ্য কাগজপত্র উপস্থাপন নিশ্চিত করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

Abbreviation & Glossary

১।	PPR	=	Public Procurement Regulation
২।	GOB	=	Government of Bangladesh
৩।	LGED	=	Local Government Engineering Department
৪।	IDB	=	Islamic Development Bank
৫।	ADB	=	Asian Development Bank
৬।	IDA	=	International Development Agency.
৭।	SFD	=	Saudi Fund for Development.
৮।	IPC	=	Interim Payment Certificate
৯।	SWR	=	Short Welded Railing
১০।	LWR	=	Long Welded Railing
১১।	JMBA	=	Jamuna Multipurpose Bridge Authority
১২।	DRGA	=	Debt Relief Grant Assistance.
১৩।	BOQ	=	Bill of Quantity.
১৪।	MLRP	=	Main Line Rehabilitation Project.
১৫।	TEC	=	Technical Evaluation Committee.
১৬।	SR	=	Schedule of Rates
১৭।	OPEC	=	Oil & Petroleum Exporting Countries
১৮।	CPTU	=	Central Procurement Technical Unit.
১৯।	LC Gate	=	Level Crossing Gate

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

(সওজ অংশ)

অনুচ্ছেদ ০১ ঃ

শিরোনামঃ প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র আহ্বান ছাড়াই ভ্যারিয়েশন অর্ডার এর মাধ্যমে ৫৭৪৩.০১ লক্ষ টাকা ব্যয়।

বিবরণঃ

- যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক এডিবি লোন নং ১৭০৮ ব্যান (এসএফ) এর আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত 'দক্ষিণ পশ্চিম সড়ক যোগাযোগ উন্নয়ন প্রকল্প' এর ২০০৫-০৬ সনের হিসাব ৪-০৩-০৭ খ্রিঃ তারিখ হতে ৩০-০৪-০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত অডিট করা হয়। অডিট কালে নিম্নে বর্ণিত অনিয়মগুলি পরিলক্ষিত হয় ঃ
- চুক্তি নং ১, ২, ৩, ও ৪ এর আই পিসি (Interim Payment Certificate) হতে দেখা যায় যে, প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র আহ্বান ছাড়াই ভ্যারিয়েশন অর্ডার এর মাধ্যমে ৫৭,৪৩,০১,৪০৮/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। **(পরিশিষ্ট-১)**
- কেবিনেট ডিভিশনের স্মারক নং মবি/ ক্রয় ০৭-২০০৩-১৪৬ তারিখ ২৪-০৬-০৩ খ্রিঃ মোতাবেক ভ্যারিয়েশন অর্ডার এর মাধ্যমে মূল কাজের অতিরিক্ত কোন কাজের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র আহ্বান করতে হবে। **(পরিশিষ্ট-১/১)**
- উক্ত সময়ে জনাব এ কে এম রেজাউল হক, (অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী) প্রকল্প পরিচালক এবং জনাব দিলীপ কুমার গুহ, জনাব ইবনে আলম হাসান, জনাব বিধান চন্দ্র ধর, জনাব আকতার হোসেন খান যথাক্রমে চক্তি নং ১, ২, ৩ ও ৪ এর প্রকল্প ব্যবস্থাপক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- এক্সিট সভায় জানানো হয় যে প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক ভ্যারিয়েশন অর্ডার প্রদান করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে প্রমাণক দেয়া হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- খোলা দরপত্র আহ্বান না করায় প্রতিযোগিতা মূলক দর পাওয়া যায়নি।
- উক্ত দরপত্র আহবান ছাড়াই অর্থ ব্যয়ের ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৬-৯-০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৬-১১-০৭ খ্রিঃ তারিখের প্রাপ্ত জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৮-০৬-০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আলোচ্য অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ এটি নিয়মানুগ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ০২ ঃ

শিরোনামঃ কাজ সম্পাদনে ঠিকাদারের গাফিলতিতে প্রকল্পের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ব্যর্থতা এবং ১৪৫৪.৫৪ লক্ষ টাকা অপচয়।

বিবরণঃ

- যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন সড়ক ও জনপথ বিভাগ কর্তৃক বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত 'তৃতীয় সড়ক পূনর্বাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প' এর ২০০৫-২০০৬ সনের হিসাব ২৭-৯-০৬ খ্রিঃ হতে ০১-১০-০৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়। অডিট কালে উপ-প্রকল্প ব্যবস্থাপক, খুলনা কার্যালয়ের ঠিকাকাজের নথি পর্যালোচনা কালে নিম্নবর্ণিত অনিয়মসমূহ পরিলক্ষিত হয় ঃ-
- চুক্তি পত্র মেতাবেক ১৪.৭৪৭ কিঃমিঃ রাস্তা নির্মাণ কাজের জন্য ঠিকাদারকে দরপত্র মূল্য ১৬৩৬.৯২ লক্ষ টাকায় কার্যাদেশ প্রদান করা হয়, যার মধ্যে চুক্তি নং ০৪ এর অধীন আই পি সি নং ১৮ এর মাধ্যমে ইতোমধ্যে ঠিকাদার কে ১৪৫৪.৫৪ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়।
- কার্যাদেশ, বিল অব কোয়ানটিটি এবং অন্যান্য রেকর্ডস অনুযায়ী দেখা যায় যে, রাস্তার কাজের সাথে ৫০.০০ মিটার স্প্যান ব্রীজ নির্মাণের প্রভিশন ছিল। কিন্তু চুক্তির সময় এমন কি ঋণ চুক্তি সমাপ্তির সময় ৩০-৬-২০০৬ খ্রিঃ এর মধ্যে ঠিকাদার কর্তৃক ব্রীজ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়নি। এ কারণে কর্তৃপক্ষ জনসাধারনের জন্য রাস্তা উন্মুক্ত করতে পারেনি।
- ঋণ চুক্তির সমাপ্তির তারিখ বিবেচনা করে প্রকল্প ব্যবস্থাপক কর্তৃক পত্র নং এক এ৩১/ ১৭১৭ তারিখ ১৪-০৬-০৬ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ঠিকাদারকে কাজ সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। যদিও স্কীমের ৮৮.৫৮% কাজ সমাপ্ত হয়েছে, ব্রীজের কাজ অসমাপ্ত থাকায় এ এলাকার জনসাধারণ রাস্তাটি ব্যবহার করতে পারছেন না।

- প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঠিকাচুক্তির শর্ত মোতবেক ঠিকাদারের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- জনাব ইউসুফ আলী উক্ত লেনদেনকালীন সময়ে প্রকল্প ব্যবস্থাপক হিসাবে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- মন্ত্রণালয় বিষয়টি তদন্ত করে প্রতিবেদন প্রেরণের সুপারিশ করে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- ব্রীজের কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় উক্ত এলাকার জনসাধারণ রাস্তার সুবিধা পায়নি, ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মোতাবেক এখনও তদন্ত সম্পন্ন হয়নি।
- উক্ত অর্থ ব্যয়ের ফলে জনসাধারণ কোন সুবিধা না পাওয়ায় ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২২-৪-০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৩-৮-০৭ খ্রিঃ তারিখের প্রাপ্ত জবাব অনুযায়ী তদন্ত প্রতিবেদন না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৮-০৬-০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- বিষয়টি তদন্তের জন্য মন্ত্রণালয় পর্যায়ে একটি কমিটি গঠন করে এবং তদানুসারে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে অবশিষ্ট কাজ বাস্তবায়ন করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ০৩ ঃ

শিরোনামঃ ফ্রেশ টেন্ডার ব্যতিরেকে ঠিকাদারকে ২৭০০.০০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।

বিবরণঃ

- যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ডানিডা সাহায্যাধীন 'পটুয়াখালী এবং বরগুনা জেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পুনর্বাসণ প্রকল্প' এর ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের হিসাব ২২-০৬-০৭ খ্রিঃ হতে ১-০৭-০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষায় নিম্নেবর্ণিত বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হয়ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, পটুয়াখালী অফিসে নিরীক্ষায় দেখা যায় যে পটুয়াখালী আমতলী খেপুপাড়া রোডের সংস্কার কাজের জন্য ৪৪,৪৭,৯৭,৯৫১ টাকার কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ফ্রেশ (fresh) টেন্ডার ব্যতিরেকে উক্ত কাজের জন্য ৭১,৪৭,৫৩,৯১৫.০০ টাকার সংশোধিত BOQ তৈরী করে উক্ত টাকা পরিশোধ করা হয়। ফলে ২৬,৯৯,৫৫,৯৬৪.০০ টাকা অতিরিক্ত প্রদান করা হয়েছে যা মূল চুক্তিমূল্য ৪৪,৪৭,৯৭,৯৫১ এর ৬০% **(পরিশিষ্ট -২)**।
- পিপিআর-২০০৩ এর রেগুলেশন ১৮(১) অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ মূল চুক্তি মূল্যের সর্বোচ্চ ১৫% পর্যন্ত টেন্ডার ছাড়াই কাজ বর্ধিত করতে পারেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে টেন্ডার ছাড়াই ৬০% কাজ বর্ধিত করা হয়েছে, ফলে পিপিআর এর উক্ত প্রবিধান লংঘিত হয়েছে।
- এ ছাড়া কেবিনেট ডিভিশন কর্তৃক জারীকৃত আদেশ নং সমবি/শাঃ ক্র আঃ/ক্রয়-৭/২০০৩/১৪৬ তাং ২৪/০৬/২০০৩ অনুযায়ী মূল চুক্তির অতিরিক্ত কাজ প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে। ফলে এক্ষেত্রে উক্ত আদেশও লংঘিত হয়েছে **(পরিশিষ্ট -১/১)**।
- জনাব মোঃ আব্দুছ ছালাম, নির্বাহী প্রকৌশলী হিসাবে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- সংশোধিত প্রাক্কলন যোগাযোগ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদনের পর উক্ত অর্থ খরচ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাবে প্রাক্কলন অনুমোদনের কথা বলা হলেও, টেন্ডারের বিষয়ে কিছু বলা হয়নি।
- পিপিআর- ২০০৩ এবং উপরে বর্ণিত কেবিনেট ডিভিশনের আদেশ লংঘন করা হয়েছে।
- উক্ত অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৫-০৪-০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৫-৫-০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৮-০৬-০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- পিপিআর-২০০৩ এর নির্দেশাবলী পালন না করার জন্য দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ০৪ ঃ

শিরোনামঃ পিপি প্রভিশনের অতিরিক্ত ২০০৯.২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়।

বিবরণঃ

- যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ডানিডা সাহায্যপুষ্ট 'পটুয়াখালী এবং বরগুনা জেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পুনর্বাসণ প্রকল্প' এর ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের হিসাব ২২-০৬-০৭ খ্রিঃ হতে ১-০৭-০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।

- নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ পটুয়াখালী এর বিল/ভাউচার নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, উক্ত প্রকল্পে মোট ৩০৫২.৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে, যদিও পিপিতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১০৪৩.৫০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ২০০৯.২৬ লক্ষ টাকা পিপি বরাদ্দের চেয়ে বেশি ব্যয় করা হয়েছে। **(পরিশিষ্ট -৩)**

- জনাব মোঃ আব্দুছ ছালাম, উক্ত সময়ে নির্বাহী প্রকৌশলী হিসাবে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- সংশোধিত প্রাক্কলন, অনুমোদন এবং তহবিল প্রাপ্তির পর উক্ত অর্থ খরচ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাবে প্রাক্কলন অনুমোদনের কথা বলা হলেও সংশোধিত পিপি অনুমোদন হয়েছে কিনা সে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি।
- পিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থ অনিয়মিতভাবে খরচ করা হয়েছে।
- উক্ত অর্থ ব্যয়ের ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৫-০৪-০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৫-০৫-০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৮-০৬-০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- পিপি প্রভিশনের অতিরিক্ত ব্যয় করার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- পিপি সংশোধণপূর্বক খরচ নিয়মানুগ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ০৫ ঃ

শিরোনামঃ চুক্তিতে বর্ণিত পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত পরিমাণের মূল্য বাবদ ৩১.৯২ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- যোগাযোগ মন্ত্রনালয়ের আওতাধীন এডিবির আর্থিক সহায়তায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত 'সড়ক রক্ষনাবেক্ষণ ও উন্নয়ন' প্রকল্প এর ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের হিসাব ০২-০৯-০৭ খ্রিঃ হতে ০৫-০৯-০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালীন প্রকল্প ম্যানেজার-১, আরএইচডি, কুমিল্লা এর কার্যালয়ে রক্ষিত বিল/ ভাউচার ও আনুষঙ্গিক রেকর্ডপত্র হতে দেখা যায় যে, বাইন্ডার এবং ওয়্যারিং কোর্স আইটেমে প্রকৃত ব্যবহারের চেয়ে অধিক বিটুমিন ব্যবহার প্রদর্শনপূর্বক মেসার্স ইসলাম ট্রেডিং কনসোর্টিয়াম লিঃ কে চুক্তি বহির্ভূতভাবে ৩১,৯২,০৩০.০০ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট-৪)**।
- টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী বাইন্ডার কোর্স আইটেমের জন্য ৪৭৭৬.২৮ টন এবং ওয়্যারিং কোর্স আইটেমের জন্য ৩৩৮২.২২ টনসহ মোট ৮১৫৮.৫০ টন বিটুমিন ব্যবহারের চুক্তি ছিল।
- কিন্তু প্রকল্প থেকে ঠিকাদারকে ৮৩৪১.৯৫ টন বিটুমিনের মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে।
- ফলে অতিরিক্ত ১৮৩.৪৫ (৮৩৪১.৯৫-৮১৫৮.৫০) টন বিটুমিন ব্যবহার প্রদর্শন করা হয়েছে যার মূল্য ৩১,৯২,০৩০.০০ টাকা (১৮৩.৪৫ টন x টাকা ১৭,৪০০.০০ প্রতিটন)।
- জনাব মোঃ ইসহাক উক্ত সময়ে প্রজেক্ট ম্যানেজার-১ এর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাবে জানান হয়েছে যে, ল্যাবরেটরি টেষ্টের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী বিটুমিনের বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব অডিট আপত্তির সাথে প্রাসঙ্গিক নয়।
- অতিরিক্ত পরিশোধের কারণে প্রকল্পের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।
- উক্ত অর্থ অতিরিক্ত পরিশোধের ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৫-০৪-০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৫-০৫-০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৮-০৬-০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে অতিরিক্ত পরিশোধিত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৬

শিরোনামঃ একই ঠিকাদারের উদ্ধৃত দরের চেয়ে পুনঃদরপত্রের মাধ্যমে ৫১.৫৭ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত প্রদান করায় আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ

- যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক চায়না বার্টার, ক্রেডিট সাপ্লাইয়ার্স ও জিও বি অর্থায়নে বাস্তবায়িত 'রিহেবিলিটেশন অব মেইন লাইন সেকশন অব বাংলাদেশ রেলওয়ে (ইস্টজোন) প্রকল্প' এর ২০০৪-০৬ অর্থ বছরের হিসাব বিগত ৫-৬-২০০৭ খ্রিঃ হতে ১৮-৬-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়।
- অডিটকালে প্রকল্প পরিচালক, MLRP (পূর্ব) সি আর বি, চট্রগ্রাম দপ্তরের নথিপত্র পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, TGI DC Section conversion of SWR Panel into LWR টেন্ডার নং ENC/E/Tender /২০০২ -০৪ তাং ২২-০৩-২০০৩ খ্রিঃ মোতাবেক ৬,৯১,২৭,১৩৫.০০ টাকা প্রাক্কলিত মূল্যের কাজটি সিঙ্গেল বিডার মেসার্স TSO-MAX –JV কর্তৃক উদ্ধৃত মূল্য ৮,৪৮,৬২,৬৫৩.০০ টাকায় সম্পাদনের জন্য টেন্ডার দাখিল করা হয়।
- কিন্তু পরীক্ষান্তে দেখা যায় একক দরদাতা হওয়ায় উক্ত টেন্ডার বাতিল করা হয় এবং রি-টেন্ডার আহবান করে পূর্বোক্ত ঠিকাদারকেই ৯,০৪,৫৬,৬৫১.০০ টাকা উদ্ধৃত মূল্যে সিঙ্গেল দরদাতা হিসাবেই W/O নং ২৯২ তাং ২২-৮-০৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয় এবং চূড়ান্ত বিল তাং ১৫-৬-২০০৬ খ্রিঃ এর মাধ্যমে ৯,০০,২০,০৫৭.০০ টাকা পরিশোধ করা হয়। ফলে প্রকল্পের ৫১,৫৭,৪০৪.০০ টাকা (৯,০০,২০,০৫৭.০০ -৮,৪৮,৬২,৬৫৩.০০) অতিরিক্ত ব্যয় হয়।
- নথিপত্র যাচাইয়ান্তে দেখা যায় কার্যাদেশ মূল্য (১) মূল প্রাক্কলন এবং (২) ১৯৯৬ সালের অনুমোদিত সিডিউল রেট হতে ১৮.৯২% হতে ৪০৪.৭৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন আইটেমে অতিরিক্ত কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে ৩,৭৭,৮২,৯৬৯.০০ টাকা অধিক পরিশোধ করা হয় **(পরিশিষ্ট-৫)**।
- জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান এ সময় E-in –C/P& PD হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- উন্মুক্ত টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে TEC এর অনুমোদন ক্রমে সর্বনিম্ন দরদাতাকে কাজ দেওয়া হয়। ৭/৮ বছর পূর্বের ১৯৯৬ সনের Schedule of Rates দ্বারা বর্তমানের বাজার দর তুলনা করা সঠিক নয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কেননা টেন্ডারের সাথে রেট সিডিউলের কপি ছিলনা এবং ৮ মাস পূর্বে একই কাজের জন্য ৮,৪৮,৬২,৬৩৩.০০ টাকার প্রস্তাব পাওয়া গিয়েছিল। এছাড়া পিপিআর-২০০৩ এর প্রবিধান ৩১(১১) মোতাবেক একক দরপত্রের ক্ষেত্রেও বাজারদর যাচাই করে উক্ত দরপত্র অনুমোদন করা যেত। কিন্তু এক্ষেত্রে তা করা হয়নি। তাছাড়া ১৯৯৬ সালের রেট সিডিউল ২০০৬ সালে অফিস আদেশ নং- ৫৩১-W/SR/ka(8) তাং ২৩-৫-২০০৬ খ্রিঃ এর মাধ্যমে বাতিল করা হয়েছে কিন্তু এক্ষেত্রে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে ২০০৪ সালে। অর্থাৎ কার্যাদেশ দেয়ার সময়ে ১৯৯৬ সালের রেট সিডিউল প্রযোজ্য ছিল।
- মূল প্রাক্কলন হতে অস্বাভাবিক হারে দর বৃদ্ধির টেন্ডার গৃহীত হওয়ায় সরকারের উক্ত আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- একই ঠিকাদারকে একই কাজের জন্য ভিন্ন দরে কার্যাদেশ দেয়ায় ক্ষতি হয়েছে।
- উক্ত অতিরিক্ত অর্থ আদায় না করার ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৯-৫-০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১২-৬-০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১০-০৭-০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- এ অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারন পূর্বক অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৭

শিরোনামঃ ঠিকাদারের নিকট হতে ভ্যাট বাবদ ১৩.২৭ লক্ষ টাকা কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণঃ

- যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক এডিবি ঋণচুক্তি নং ১৫৬১-ব্যান (এস এফ) এবং ওপেক ঋণ নং ৭০০ পি এর সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন "যমুনা সেতু রেলপথ সংযোগ নির্মাণ' প্রকল্প এর ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের হিসাব ২৭-০৬-০৭ খ্রিঃ হতে ০৩-০৭-০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়, যমুনা সেতু রেলপথ সংযোগ নির্মাণ প্রকল্প, রেল ভবন, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা এর কার্যালয়ে নিম্নবর্ণিত অনিয়ম দেখা যায় ঃ
- ভেরিয়েশন অর্ডার, বিল/ভাউচারসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্রাদি পরীক্ষাকালে দেখা যায় কনসালট্যান্ট M/S Hyundai Engineering and Construction কে সর্বমোট পরিশোধিত ২,৫২,৭৭,৮৩৮/৫৩ টাকা হতে ৫.২৫% হারে ভ্যাট বাবদ ১৩,২৭,০৮৬/৫২ টাকা আদায় করা হয়নি।
- ঠিকাদারকে ২৩-১০-২০০৫ খ্রিঃ তারিখের ৮৬৯৯/৪৩৪৯১৬ নং চেকের মাধ্যমে উক্ত টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- এস আর ও /১৭৩ এ এলজি/২০০৪/৪১৩ মূসক তাং ১০-০৬-০৪ খ্রিঃ এবং এনবিআর/ট্যাক্স -৭/১২ ডি/০২/০৩/১৬ তাং ১৯-০৭-০৪ খ্রিঃ মোতাবেক সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের নিকট হতে ৫.২৫% হারে ভ্যাট বাবদ ১৩,২৭,০৮৬/৫২ টাকা আদায়যোগ্য ছিল।
- জনাব সিরাজ উদ্দীন উক্ত লেনদেন চলাকালীন সময়ে প্রধান প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ এর চাহিদা মোতাবেক উক্ত টাকা প্রদান করা হয়। ঠিকাদারের নিকট হতে ভ্যাট বাবদ টাকা কর্তণের দায়িত্ব ছিল যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ এর। এ আপত্তি প্রকল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয় কারণ যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কনসালট্যান্ট এর বিল হতে ভ্যাট বাবদ উক্ত অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে জমাকৃত চালানের কপি প্রমাণক হিসাবে প্রেরণ করা হয়নি।
- উক্ত অর্থ আদায় না করার ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৫-০৪-০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৫-০৫-০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৮-০৬-০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- উক্ত অর্থ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুঃ নং- ০৮

শিরোনাম:- বরাদ্দের অতিরিক্ত এবং পিপিতে অনুমোদিত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত দরে ডগ স্পাইক ও স্লিপার ক্রয় করায় আর্থিক ক্ষতি ৯৩৮.০০ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

- যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক চায়না বার্টার, এডিবি ও জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত Rehabilitation of Main line Section Bangladesh Railway (West Zone) প্রকল্পের ২০০৬-০৭ সালের হিসাবে ১৬-৬-২০০৮ খ্রিঃ হতে ১৮-৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালক, সিআরবি চট্টগ্রাম কার্যালয়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে নিম্নবর্ণিত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয় ঃ-
- ডগ স্পাইক এবং বিজি স্লিপার সংগ্রহের জন্য পিপিতে বরাদ্দ রয়েছে যথাক্রমে ২৫,৪০,০০০/- টাকা (প্রতি ইউনিট ডগ স্পাইকের মূল্য ১২.৭০ টাকা দরে ২,০০,০০০ ইউনিট) এবং ১২,২৫,০০,০০০/- টাকা (প্রতি ইউনিট বিজি স্লিপারের মূল্য ৩,৫০০/- টাকা দরে ৩৫,০০০ ইউনিট) অর্থাৎ উল্লিখিত সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য বরাদ্দ রয়েছে মোট টাকা ১২,৫০,৪০,০০০/-।
- কিন্তু রেকর্ডপত্র নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, প্রতি ইউনিট ডগ স্পাইকের মূল্য ৩৪.৫০ টাকা দরে ২,০০,০০০ ইউনিটের জন্য ৬৯,০০,০০০/- টাকা এবং প্রতি ইউনিট বিজি স্লিপারের মূল্য ৬,৯৪০/- টাকা দরে ২৬০০০ ইউনিটের জন্য ১৮,০৪,৪০,০০০/- টাকা ঠিকাদারকে পরিশোধ করা হয়। **(পরিশিষ্ট- ৬/১-৬/২)**।
- ফলে, ডগ স্পাইক সংগ্রহের জন্য ৪৩,৬০,০০০/- টাকা এবং বিজি স্লিপার সংগ্রহের জন্য ৮,৯৪,৪০,০০০/- টাকা অর্থাৎ মোট ৯,৩৮,০০,০০০/- টাকা ঠিকাদারকে অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে।
- তাছাড়া আরও ৯০০০ বিজি স্লিপার সরবরাহ অবশিষ্ট রয়েছে যা অবশ্যই প্রকল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যয় হিসেবে গণ্য হবে।
- উক্ত সময়ে জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- জবাবে কর্তৃপক্ষ জানায় যে, রেকর্ডপত্র যাচাই করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- বরাদ্দ সংকুলান এবং পিপির মূল্য তালিকা অনুসরণ না করে প্রকল্পের অর্থ ব্যবহার করা হয়েছে।
- উক্ত অর্থ আদায় না করার ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১১-০৮-০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৬-৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২২-১২-০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিষয়টি তদন্ত করে উল্লিখিত অতিরিক্ত ব্যয়ের বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অনিয়মিতভাবে পরিশোধিত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুঃ নং- ০৯

শিরোনাম:- পিপিতে বর্ণিত দরের চেয়ে বেশি দরে সরঞ্জাম সংগ্রহ করায় আর্থিক ক্ষতি ২৬৪.৫১ লক্ষ টাকা।

বিবরণঃ

- যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীণ বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক চায়না বার্টার, এডিবি ও জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত Rehabilitation of Main line Section Bangladesh Railway (West Zone & East Zone) প্রকল্পের ২০০৬-০৭ সালের হিসাবে ১৬-৬-২০০৮ হতে ১৮-৬-২০০৮ এবং ১০.৬.২০০৮ খ্রিঃ তারিখ হতে ১১.৬.২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালক, সিআরবি চট্টগ্রাম কার্যালয়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে নিম্নবর্ণিত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয় ঃ

  ক) সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র নিরীক্ষাকালে দেখা যায় প্রকল্প কর্তৃক ৪২৬৪টি রেল জয়েন্ট এবং ২৯৫০ সেট ফিস প্লেইট সরবরাহের জন্য ঠিকাদার মেসার্স ম্যাকস অটোমোবাইল প্রোডাকটস লিঃ ঢাকা কে যথাক্রমে ১,০১,৬৯,৬৪০/- টাকা এবং ৯২,০৪,০০০/- টাকার কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।
- পিপির মূল্য তালিকায় (পিপি পৃঃ ৫৭ এবং ৪৮) প্রতি ইউনিট রেলজয়েন্ট এবং ফিস প্লেইট এর দর ধরা আছে যথাক্রমে ১২০০/- টাকা এবং ১৬২০/-টাকা।
- কিন্তু উক্ত রেল জয়েন্ট এবং ফিস প্লেট সমূহ সংগ্রহ করা হয়েছে যথাক্রমে ২৩৮৫/- টাকা এবং ৩১২০/- টাকা দরে।
- ফলে ৪২৬৪টি রেল জয়েন্ট বাবদ প্রতিটির ক্ষেত্রে ১১৮৫ টাকা হারে (২৩৮৫ টাকা - ১২০০ টাকা) মোট ৫০,৫২,৮৪০/- টাকা এবং ২,৯৫০ টি ফিস প্লেট বাবদ প্রতিটি ক্ষেত্রে ১৫০০ টাকা হারে (৩১২০ টাকা - ১৬২০ টাকা) মোট ৪৪,২৫,০০০/- টাকা অর্থাৎ সর্ব মোট ৯৪,৭৭,৮৪০/- টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট- ৭)**।

  খ) সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র নিরীক্ষাকলে দেখা যায় যে, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ১৩০ সেট সুইচ এক্সপানশন জয়েন্ট সরবরাহ বাবদ M/S Nur-E-Alahee & Brothers (Pvt) Ltd. মোট ২,৫৭,৪০,০০০/- টাকা পরিশোধ করেছে।
- কিন্তু পিপি যাচাই করে দেখা যায় উক্ত সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য বরাদ্দ রয়েছে ৮৭,৬৭,০০০/- টাকা।
- উল্লেখ্য যে পিপিতে ঢাকা-চট্টগ্রাম সেকশন এবং আখাউড়া-সিলেট সেকশন জন্য প্রতি সেট সুইচ এক্সপানসন জয়েন্ট এর মূল্য ধরা আছে যথাক্রমে ৬৬,৬৭০/- টাকা এবং ৭০,০০০/- টাকা (পিপি পৃষ্ঠা ৩৯ এবং ৪২)। কিন্তু প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতি সেট সংগ্রহ করা হয়েছে টাকা ১,৯৮,০০০/- দরে।
- ফলে ১,৬৯,৭৩,০০০/- টাকা (টাকা ২,৫৭,৪০,০০০/- - ৮৭,৬৭,০০০/-) অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে। এতে প্রকল্পের উক্ত পরিমাণ অর্থের ক্ষতি সাধিত হয়েছে। (পরিশিষ্ট- ৮)।
- উল্লেখ্য যে এ ধরনের অতিরিক্ত ব্যয় শুধু ২০০৬-০৭ অর্থ বৎসরেই করা হয়নি। পূর্ববর্তী বছর গুলো হতেই চলমান রয়েছে।
- উক্ত সময়ে জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- জবাবে কর্তৃপক্ষ জানায় যে, রেকর্ডপত্র যাচাই করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- পিপিতে অনুমোদিত মূল্য তালিকা লঙ্ঘন করা হয়েছে।
- ঠিকাদারকে অনিমিয়তভাবে আর্থিক সুবিধা দেয়া হয়েছে।
- উক্ত অর্থ আদায় না করার ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১১-০৮-০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৬-৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২২-১২-০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে পিপিতে অনুমোদিত দর থেকে অধিক দরে উল্লিখিত সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছে তা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদন্ত করা আবশ্যক এবং দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে উক্ত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুঃ নং- ১০

শিরোনাম:- পিপির সংস্থান বহির্ভূত এবং পিপিআর-২০০৩ এর বিধি বিধান অনুসরণ না করে ১৫২.৬৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করায় আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ

- যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীণ বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক চায়না বার্টার, এডিবি ও জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত Rehabilitation of Main line Section Bangladesh Railway (West Zone & East Zone) প্রকল্পের ২০০৬-০৭ সালের হিসাবে ১৬-৬-২০০৮ হতে ১৮-৬-২০০৮ এবং ১০.৬.২০০৮ খ্রিঃ তারিখ হতে ১১.৬.২০০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালক, সিআরবি চট্রগ্রাম কার্যালয়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে নিম্নবর্ণিত অনিয়ম পরিলক্ষিত হয় ঃ

  ক) প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ৩০০ রেল বিয়ারিং প্রস্তুত এবং সরবরাহ করার জন্য সরবরাহকারী মাস অটো ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, ঢাকাকে মোট ৬৩,৭০,০০০/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। **(পরিশিষ্ট-৯)।**

- কিন্তু পিপি যাচাই করে দেখা যায় এলসি (লেভেল ক্রসিং) গেইটের জন্য রেল বিয়ারিং ক্রয়ের কোন সংস্থান নেই।
- সুতরাং উল্লিখিত অর্থ পিপি সংস্থান বহির্ভূত ব্যয় করা হয়েছে।

  খ) ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) পিস Elastic Rail clip (MG) সরবরাহ বাবদ প্রকল্প থেকে M/S Rahim Engineering works কে ১,৬৩,৯৪,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয়।

- কিন্তু পিপিতে উক্ত সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য বরাদ্দ রয়েছে ৭৫,০০,০০০/- টাকা। ফলে ৮৮,৯৪,০০০/- (১,৬৩,৯৪,০০০ - ৭৫,০০,০০০) টাকা পিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে।
- এতদ্ব্যতীত উল্লিখিত সরঞ্জাম উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান ব্যতীত সরাসরি সংগ্রহ পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে। (পরিশিষ্ট-১০)
- ফলে পিপিআর -২০০৩ এর ১৮নং বিধি লংঘন করা হয়েছে।
- উক্ত সময়ে জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- জবাবে কর্তৃপক্ষ জানায় যে, রেকর্ডপত্র যাচাই করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- পিপিআর-২০০৩ এর বিধি লঙ্ঘন করা হয়েছে।
- প্রতিযোগিতামূলক দর নিশ্চিত হয়নি। ফলে প্রকল্পের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১১-০৮-০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৬-৯-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২২-১২-০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- পিপির সংস্থান বহির্ভূত ব্যয় এবং পিপিআর-২০০৩ লঙ্ঘন করার দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

বিদ্যুৎ, জ্বালানী এবং খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বিদ্যুৎ বিভাগ

অনুঃ ১১

শিরোনামঃ পিপিআর-২০০৩ এর প্রবিধান লঙ্ঘনপূর্বক ৩৮৫৪.৫৭ লক্ষ টাকা ঠিকাদারকে পরিশোধ।

বিবরণঃ

- বিদ্যুৎ বিভাগ নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত 'আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনিট ৩, ৪ ও ৫) পুনর্বাসন ও আধুনিকীকরণ' প্রকল্পের ২০০৬-০৭ সনের হিসাব ১০-০৬-০৮ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৬-০৬-০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। নিরীক্ষাকালে অফিসের রেকর্ডপত্র যাচাইয়ে দেখা যায় যে,
- টার্নকী ভিত্তিতে আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইউনিট ৪ ও ৫ পুনর্বাসন ও আধুনিকীকরনের জন্য জাপানের শিহিকাওয়াজিমা হারিমা হাভে ইন্ডাস্ট্রিজ কোঃ লিঃ ও জার্মানির অ্যালসটম (ALSTOM) পাওয়ার জেনারেশন এজির সাথে ২০০৫ সালের ৫ জানুয়ারী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- সংশোধিত চুক্তি মোতাবেক চুক্তি মূল্য ছিল প্যাকেজ A (including Addemdum-1) ইউরো ৩৭০৯৯৫৯২ plus BDT 29183028, প্যাকেজ B ঃ জাপানী ইয়েন ২৮,৮২,৩০,২০,০০০ plus BDT ৩০৪৫৪৭৫০, প্যাকেজ C ইউরো ১৫০৯১৯৫ plus BDT ৫৮৩১৩৯৮।
- পুনরায় ২০০৬ সালের ২৯ নভেম্বর একই ঠিকাদারের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে অতিরিক্ত ৬৬১৩৩২২ ইউরো অর্থাৎ ৬১,২৪,৫৯,৭৫০.০০ টাকার কাজের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তন্মধ্যে ২০০৬-০৭ আর্থিক বছরে ৪০,১৫,১৭৩.৫৫ ইউরো সমমূল্যের ৩৮৫৪৫৬৬৬০.৮০ টাকা পরিশোধ করা হয় **(সংলগ্নী-১১)**।
- পিপিআর ২০০৩ এর এ্যানেক্সার-এ বিধি ১৮(i) (সি) মোতাবেক মূল চুক্তিমূল্যের ১৫% অথবা ২০ কোটি টাকার (যে টি সর্বনিম্ন) ঊর্ধ্বে অতিরিক্ত কাজের কোন খরচ করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে উহা অনুসরণ করা হয়নি। আলোচ্য ক্ষেত্রে ২০ কোটি টাকার ঊর্ধ্বে অর্থাৎ ৬১,২৪,৫৯,৭৫০.০০ টাকার চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।
- অতিরিক্ত কাজের জন্য সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত কেবিনেট কমিটির (সিসিজিপি) কোন অনুমোদন নেয়া হয়নি।
- কেবিনেট বিভাগের ২৪-০৬-০৩ তারিখের স্মারক নং-১৪৬ মোতাবেক অতিরিক্ত কাজের হার উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে নিশ্চিত হতে হবে। এ ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি।
- জনাব মোঃ আব্দুল খালেক উক্ত সময়ে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সাথে আপত্তির বিষয়ে আলোচনা হলেও কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- পিপিআর-২০০৩ ও কেবিনেট বিভাগের আদেশ লংঘিত হয়েছে।
- উক্ত অর্থ আদায় না করার ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৫-০৮-০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৮-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৭-১২-০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- উক্ত অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।

অনুঃ ১২

শিরোনামঃ ঠিকাদারের নিকট হতে ভ্যাট ও আয়কর বাবদ ৪৮.৮৫ লক্ষ টাকা আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণঃ

- বিদ্যুৎ বিভাগ নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত 'আশুগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র (ইউনিট ৩, ৪ ও ৫) পুনর্বাসন ও আধুনিকীকরণ' প্রকল্পের ২০০৬-০৭ সনের হিসাব ১০-০৬-০৮ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৬-০৬-০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে অফিসের রেকর্ডপত্র যাচাইয়ে দেখা যায় যে,
- জার্মান ঠিকাদার অ্যালসটম (ALSTOM) পাওয়ার জেনারেশন এজি এর নিকট হতে ভ্যাট ও আয়কর বাবদ ৪৮,৮৫,২৯২.৩০ টাকা আদায় করা হয়নি। ফলে সরকারের ৪৮.৮৫ লক্ষ টাকার আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয় **(পরিশিষ্ট-১২)**।
- জনাব মোঃ আব্দুল খালেক উক্ত সময়ে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- আপত্তির বিষয়ে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা হলেও কর্তৃপক্ষ থেকে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।
- উক্ত অর্থ আদায় না করার ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৫-০৮-০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৮-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৭-১২-০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- সংশ্লিষ্ট টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক অডিটকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১৩

শিরোনামঃ কার্যসম্পাদনে ব্যর্থতার জন্য চুক্তি বাতিল করা সত্ত্বেও মবিলাইজেশন অগ্রিম হিসাবে প্রদত্ত টাকা আদায় না করায় ১৬৯.৮৮ লক্ষ টাকা ক্ষতি।

বিবরণঃ-

- বিদ্যুৎ বিভাগের অধীন ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত এডিবি ঋণ নং ১৭৩০ ব্যান এসএফ এবং চায়না সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট এর আওতার বৃহত্তর ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্প (ফেজ-৪), ডেসা অংশ এর ২০০৬-০৭ সালের হিসাব ১৩-০১-২০০৮ হতে ১৭-০১-২০০৮ এবং ০৯-০২-২০০৮ হতে ১৪-০২-২০০৮ সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।

- প্রকল্প পরিচালক (এডিবি অংশ) এর কার্যালয়, বাড়ী নং-৪৭, রোড নং-১৩৫, গুলশান-১ ঢাকা, নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, নির্ধারিত সময়ে কার্যসম্পাদনে ব্যর্থতার জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স নর্থ ষ্টার রিসোর্সেস অব গ্লোবাল লিঃ এর চুক্তি (নং- ৫৭০৪/০৩বি) বাতিল করতঃ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে অপসারণ করা হয়।
- কিন্তু এই অপসারিত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে চুক্তিমূল্যের ১০% হিসেবে প্রদত্ত মবিলাইজেশন অগ্রিম ১,৬৯,৮৮,২৬৪.৬৭ টাকা আদায় করা হয়নি যদিও এই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটি একই প্রকল্পের ভিন্ন কাজে (চুক্তি নং ৫৭২০৪/০২) নিয়োজিত আছে।
- উক্ত সময়ে জনাব মাহবুব সরওয়ার-ই-কাইনাত, তত্ত্বাবধায়ন প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক (এডিবি অংশ) পদে কর্মরত ছিলেন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানায় যে, বিষয়টি নিস্পত্তির লক্ষ্যে একটি বিভাগীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- প্রকল্প কর্তৃপক্ষের জবাব অসম্পূর্ণ।
- মবিলাইজেশন অগ্রিম হিসেবে প্রদত্ত টাকা আদায়যোগ্য।
- উক্ত অর্থ আদায় না করার ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৬-০৮-০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৮-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৭-১১-০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক সুদসহ এই অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদঃ ১৪

শিরোনাম ঃ চুক্তি অনুযায়ী কার্য সম্পাদন না করা সত্ত্বেও জামানত বাজেয়াপ্ত না করে একই প্রতিষ্ঠানকে অসমাপ্ত কাজের জন্য পুনঃ কার্যাদেশ প্রদান করায় ১০৭.৫০ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ

- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীন, এসএফডি সাহায্যপুষ্ট ঢাকার মহাখালীস্থ ৫০ শয্যা বিশিষ্ট জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ইনষ্টিটিউট ও হাসপাতালকে ৩০০ শয্যায় উন্নীতকরণ প্রকল্পের ২০০৩-০৭ সালের হিসাব গণপূর্ত মহাখালী বিভাগ ০৮-০৬-০৮ হতে ১০-০৬-০৮ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়। অডিটকালীন বিল/ভাউচার, পরিমাপ বই, চুক্তিপত্র ইত্যাদি নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,
- প্রকল্প কর্তৃপক্ষ পুরাতন ক্যান্সার হাসপাতাল ভবন উর্দ্ধমুখী সম্প্রসারণ এবং অভ্যন্তরীণ সম্প্রসারণ কাজে মেসার্স হুদা বিল্ডার্সকে ৩,৪২,৮৮,০৩৮.০০ টাকা চুক্তি মূল্যে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। (কার্যাদেশ নং ৬৮২ তাং ০৫-০৪-২০০৪।
- কিন্তু চলমান কাজে অর্থাৎ অসমাপ্ত কাজের চূড়ান্ত বিল বাবদ ভাউচার নং ৪০ তাং ৩-১২-০৬ এর মাধ্যমে ৩,৬৪,৪৫,২৫৪/- টাকা পরিশোধ করা হয় (সম্পূরক আইটেম সহ) যা চুক্তি মূল্যের চেয়ে ২১,৫৭,২১৬/- (৩,৬৪,৪৫,২৫৪.০০- ৩,৪২,৮৮,০৩৮.০০) টাকা বেশী।
- উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ ফরম নং ২৯১১ এর ধারা ২ ও ৩ (ক) মোতাবেক ঠিকাদার কাজ শেষ করতে ব্যর্থ হলে তাকে ১০% হারে জরিমানা করতে হবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে মেসার্স হুদা বিল্ডার্সকে ৩৬,৪৪,৫২৫ টাকা জরিমানা বা তাঁর নিরাপত্তা জামানত থেকে উক্ত টাকা বাজেয়াপ্ত করার কথা। কিন্তু তা না করে নতুন প্রাক্কলন প্রস্তুত করে অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার জন্য একই ঠিকাদারকে ৪৯,৪৭,৮৭২.০০ টাকার কার্যাদেশ দেয়া হয় (নং ৩৫৮২ তাং ২৪/৫/২০০৬ খ্রিঃ)।
- ফলে নির্ধারিত সময়ে চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় ১,০৭,৪৯,৬১৩.০০ (২১,৫৭,২১৬.০০ + ৪৯,৪৭,৮৭২.০০+৩৬,৪৪,৫২৫.০০) টাকা অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে।
- মিঃ এ কে এম কামরুজ্জামান এবং এম এ হাই, নির্বাহী প্রকৌশলী এ সময়ে দায়িত্বে ছিলেন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- যাচাই বাছাই করে পরে জবাব দেওয়া হবে বলে স্থানীয়ভাবে জানান হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- অসমাপ্ত কাজে চূড়ান্ত বিল প্রদান করায় প্রকল্পের আর্থিক ক্ষতি।
- উক্ত অর্থ আদায় না করার ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০১-০৯-০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৬-১০-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৭-১২-০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সহ উক্ত টাকা আদায় হওয়া আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ১৫

শিরোনাম ঃ অনিয়মিতভাবে ৯৬.২০ লক্ষ টাকার নিয়নসাইন সংগ্রহ।

বিবরণঃ

- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন আইডিএ ঋণচুক্তি নং ৪০৫২ বিডি এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নে বাস্তবায়িত "স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচী (এইচএনপিএসপি)" এর ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের হিসাব ০২-০৯-০৭ হতে ১০-১২-০৭ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- লাইন ডাইরেক্টর, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা কার্যালয়ে অডিটকালীন দেখা যায় যে ঃ
- বিভিন্ন স্থানে নিয়ন সাইন সরবরাহ ও স্থাপনের জন্য স্মারক নং ৩২৩২০ তারিখ ১৭-০৫-০৭ এর মাধ্যমে দরপত্র আহ্বান করা হয় এবং এই সংগ্রহ কাজের জন্য স্মারক নং ৩৩৩২২ তারিখ ০৫-০৬-০৭ এর মাধ্যমে মেসার্স ব্রাদার্স নিয়ন সাইনকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়
- বিল নং ১৯৯ তাং ১০-০৬-০৭ এর মাধ্যমে জিওবি তহবিল হতে সরবরাহকারীকে ৯৬,২০,০০০/- টাকা পরিশোধ করা হয়।
- কিন্তু এই সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরীক্ষান্তে নিম্নলিখিত অনিয়মসমূহ পরিলক্ষিত হয়ঃ

  ১) পিপিআর-২০০৩ এর প্রবিধানমালা ৩১(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) গঠন করা হয়নি।

  ২) দরপত্র আহ্বানের পূর্বে কোন অফিসিয়াল প্রাক্কলন তৈরী করা হয়নি।

  ৩) বিল পরিশোধের পূর্বে সরবরাহকৃত এবং স্থাপিত নিয়ন সাইনের সঠিকতা এবং গুনাগুন পরীক্ষা করার জন্য কোন সার্ভে রিপোর্ট বিবেচনায় আনা হয়নি।

  ৪) কার্যাদেশ জারীর পর স্থাপিত নিয়ন সাইনের ভাড়া প্রদান সম্পর্কিত কোন সনদ পত্রের প্রমাণক উপস্থাপন করা হয়নি, যা দরপত্র নোটিশের অনুচ্ছেদ ১৮ এর লংঘন।

  ৫) রাতের বেলা দৃশ্যমান করার জন্য কোন বৈদ্যুতিক আলোর সংযোগ দেয়া হয়নি যা ছিল নোটিশের অনুচ্ছেদ ১৫ এর লংঘন।

  জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম খান, লাইন ডাইরেক্টর, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো হিসাবে উক্ত সময়ে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

নিরীক্ষা অফিসের জবাব ঃ

- স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পের অন্য Line Director থেকে সদস্য করে TEC গঠন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। কারণ পিপিআর-২০০৩ এর ৩১(২) অনুযায়ী TEC গঠন না হওয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়নি এবং অন্যান্য অনিয়ম সম্মন্ধে জবাবে কিছু উল্লেখ করা হয়নি।
- উক্ত অর্থ আদায় না করার ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ৭-৪-০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৮-৫-০৮ খ্রিঃ তারিখে ত্রিপক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রমাণক না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৩-৭-০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ উক্ত অর্থ আদায়যোগ্য।

অনুচ্ছেদঃ ১৬

শিরোনাম ঃ পিপিআর-২০০৩ এর প্রবিধান লংঘন করে অনিয়মিত ভাবে ১৯৮.০০ লক্ষ টাকার বিল বোর্ড সংগ্রহ ও স্থাপন।

বিবরণঃ

- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন আইডিএ ঋণচুক্তি নং ৪০৫২ বিডি এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীর অর্থায়নে বাস্তবায়িত 'স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচী (এইচএনপিএসপি) এর ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের হিসাব ০২-০৯-০৭ খ্রিঃ হতে ১০-১২-০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- লাইন ডাইরেক্টর, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো, মহাখালী কার্যালয় অডিটকালীন দেখা যায় যে, ৪৫ টি বিল বোর্ড সংগ্রহ ও স্থাপনের জন্য দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং ২৬৫৭১ তাং ২৮-১২-০৬ খ্রিঃ ৩০-১২-২০০৬ খ্রিঃ তারিখের ভোরের ডাক এবং দৈনিক স্বাধীন ভাষা পত্রিকায় প্রচারিত হয়।
- চুক্তিমূল্য ১,৯৮,০০,০০০/- টাকায় মেসার্স বেলাল এন্ড ব্রাদার্সকে বর্ণিত কাজের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয় যার নম্বর ২৬৭৫২ তাং ২১-০১-২০০৭ খ্রিঃ ।
- মেসার্স বেলাল এন্ড ব্রাদার্স কে বিল নং ৬৩ তাং ২৫-০২-২০০৭ খ্রিঃ এবং বিল নং ৬০ তাং ০৪-০২-২০০৭ খ্রিঃ এর মাধ্যমে মোট ১,৯৮,০০,০০০/- (একশত আটানব্বই লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়।
- বিল ভাউচার সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজ পত্র পর্যালোচনায় নিম্নলিখিত অনিয়মসমূহ পরিলক্ষিত হয় ঃ-

১) দরপত্র বিজ্ঞপ্তি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রচারিত হয়নি এবং সিপিটিইউ ওয়েবসাইটে প্রচারের জন্য প্রেরণ করা হয়নি যা পিপিআর-২০০৩ এর প্রবিধানমালা ২১ এর লংঘন।

২) দরপত্র মূল্যায়নের পূর্বে কোন অফিসিয়াল প্রাক্কলন তৈরী করা হয়নি।

৩) পিপিআর-২০০৩ এর প্রবিধানমালা ৩১(২) অনুযায়ী দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়নি কারণ উক্ত প্রবিধান মোতাবেক সংগ্রাহক সত্ত্বা বহির্ভূত ও সংগ্রহ কাজে অভিজ্ঞ ২জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

- জনাব মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম খান, লাইন ডাইরেক্টর, স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরোতে এ সময়ে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- এ সম্পর্কিত বিস্তারিত জবাব এবং কাগজপত্র পর্যালোচনার পর প্রমাণক সহকারে উপস্থাপন করা হবে।
- এক্সিট মিটিং এ প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানান যে, ব্রডশীট জবাব প্রেরণ করা হবে।
- ২৮/৫/০৮ খ্রিঃ তারিখে ত্রি-পক্ষীয় সভায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত পত্রিকার মূল কপি ফাপাড কার্যালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ত্রিপক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত পত্রিকার কপি প্রেরণ হলে দেখা যায় পত্রিকাগুলো বহুল প্রচারিত নয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৩ এর প্রবিধান লঙ্ঘন করা হয়েছে।
- উক্ত অর্থ আদায় না করার ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ৭-৪-০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৮-৫-০৮ খ্রিঃ তারিখে ত্রিপক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রমাণক না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৩-৭-০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- উক্ত অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া আবশ্যক।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

অনুচ্ছেদঃ ১৭

শিরোনামঃ ঠিকাদাররের নিকট হতে আয়কর ও ভ্যাট বাবদ ২১৮.১৬ লক্ষ টাকা আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণঃ

- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত জাপানী সহায়তাপুষ্ট 'আর্জেন্ট রিহ্যাবিলিটেশন অব পাম্পিং ফ্যাসিলিটিজ অব জিকে ইরিগেশন' প্রকল্প এর ২০০৫-২০০৬ সনের হিসাব ৬-৬-০৭ খ্রিঃ হতে ১৪-০৬-০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,
- প্রকল্প পরিচালক, আর্জেন্ট রিহ্যাবিলিটেশন অব পাম্পিং ফ্যাসিলিটিজ অব জিকে ইরিগেশন প্রকল্প, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কুষ্টিয়া এবং মেসার্স ইবরা কর্পোরেশন, জাপান এর সাথে ২০০৫ সালের এপ্রিল মাসে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ।
- উক্ত চুক্তির আর্টিকেল ১.১ ডি(ii) তে বলা আছে যে ঠিকাদার সকল ভ্যাট ও আয়কর বহন করবে।
- এছাড়াও General Conditions of Contract (GCC) এর ১৪নং ক্লজ মোতাবেক ঠিকাদার যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ সরবরাহ, স্থাপন এবং পূর্ত কাজের এবং এর ওপর প্রযোজ্য ভ্যাট ও আয়কর প্রদান করবে।
- ইনভয়েস, বিল, ব্যাংক বিবরণী ইত্যাদি বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায় ঠিকাদারকে রূপালী ব্যাংকের মাধ্যমে ২৫,৬৬,৫৪,২৬৬.০০ টাকা পরিশোধ করা হয়। কিন্তু ভ্যাট ও আয়কর বাবদ ২,১৮,১৫,৬১২.৬১ টাকা কর্তন করা হয়নি। (পরিশিষ্ট-১৩)
- কিন্তু ব্যাংক কর্তৃক এলসি কমিশনের উপর ভ্যাট কর্তন করে জমা করা হয়েছে।
- উক্ত সময়ে জনাব নূর-নবী প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- প্রকল্প কর্তৃপক্ষ জানায় যে, একই আপত্তি গত বৎসর সংঘটিত হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ চুক্তির শর্ত মোতাবেক ভ্যাট ও আয়কর ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।
- উক্ত অর্থ আদায় না করার ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৩-৩-০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৫-৫-০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২২-০৭-০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- আপত্তিতে জড়িত অর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় করে সরকারি খাতে জমা করা আবশ্যক।

৬—

অনুচ্ছেদঃ ১৮

শিরোনামঃ ইনস্যুরেন্স কভারেজ বাবদ ঠিকাদারকে ৭.৩৫ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করায় এবং ইনস্যুরেন্স কভারেজ পলিসি সম্পাদন ব্যতীত ঠিকাদারকে ২.০০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ

- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন এডিবির অর্থায়নে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত 'যমুনা-মেঘনা রিভার ইরোশন মিটিগেশন প্রকল্প (জেএমআরইএমপি)' এর ২০০৬-২০০৭ সালের হিসাব ১৪-০১-০৮ খ্রিঃ হতে ০৫-০৩-০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।

- বিভিন্ন পূর্ত কাজের বিপরীতে ইনস্যুরেন্স পলিসি সম্পাদনের জন্য ঠিকাদার মেসার্স আব্দুল মোনেম লিঃ এন্ড রুপালী ট্রেডার্স এবং M/S RP-LT JV কে ৭,৫০,০০০/- টাকা পরিশোধ করা হয়। কিন্তু ইনস্যুরেন্স পলিসি বাবদ ঠিকাদার মাত্র ১৫,৪৯৮/- টাকা খরচ করেছে।
- ফলে ইনস্যুরেন্স কভারেজ সম্পাদনের জন্য ঠিকাদারগণকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ৭,৩৪,৫০২/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। (পরিশিষ্ট-১৪)
- এছাড়া প্যাকেজ নং জেএমপিইএমপি/পি-১/২০০৩ এর আওতায় কংক্রিটের ব্লক এবং জিইও টেক্সটাইল ব্যাগ দ্বারা ডাম্পিং এর মাধ্যমে নদীর পাড় বাঁধাই কাজের ইনস্যুরেন্স কভারেজ এর জন্য মেসার্স রূপালী ট্রেডার্স কে ২.০০ (দুই) লক্ষ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। যদিও ঠিকাদার ইন্সুরেন্স কভারেজ সম্পাদন করেনি। ফলে মেসার্স রূপালী ট্রেডার্স এর নিকট থেকে উক্ত টাকা আদায়যোগ্য।
- জনাব শরিফ আল কামাল এবং জনাব মোঃ মকবুল হোসেন উক্ত সময়ে প্রকল্প পরিচালক হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- এক্সিট সভায় প্রকল্প কর্তৃপক্ষ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব প্রেরণ করতে সম্মতি প্রদান করেছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- উক্ত অর্থ আদায় না করার ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০৬-০৫-০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৫-০৫-০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২২-০৭-০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

উক্ত টাকা ঠিকাদার/দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত
আবুল কয়েজ মোঃ আবিদ
মহাপরিচালক
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

তারিখ ১৪-০৭-১৪১৬ বঙ্গাব্দ
২৯-১০-২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ